



316052 - ঋণগ্রস্ত বন্দীদেরকে যাকাত দয়ার হুকুম

প্রশ্ন

সম্প্রতি একটি সিস্টেমে চালু করা হয়েছে যার অধীনে দেউলিয়া হয়ে পড়া বন্দীদেরকে সম্পদ সঞ্চার করার সুযোগ দেয়া হচ্ছে। এ সিস্টেমে অধীনে যাকাতের সম্পদ দান করা কি জায়যে হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

দেউলিয়া ঋণগ্রস্ত মানুষকে যাকাত দেওয়া জায়যে; তারা বন্দী হোক কিংবা বন্দী না হোক। যহেতে আল্লাহ তাআলা বলেন: “যাকাত হল কেবল ফকরি, মসকীন, যাকাত আদায়কারী, যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তারা, দাস, ঋণগ্রস্ত, আল্লাহর পথে যারা আছে ও মুসাফরিদের জন্যে। এই হল আল্লাহর নরিধারতি বধিান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।” [সূরা তাওবা, আয়াত: ৬০]

আয়াত: الغارم অর্থ: المدين (ঋণগ্রস্ত) যদি ঋণের কারণে দেউলিয়া হয়ে পড়ে। অর্থাৎ এমন কিছু না পায় যা দিয়ে সে ঋণ পরিশোধ করতে পারে। এমন ব্যক্তিকে এই পরমাণ যাকাতের মাল দেওয়া যাবে যা দিয়ে সে তার ঋণ পরিশোধ করতে পারে। এমনকি সে যদি হারাম কাজের জন্য ঋণ নিয়ে তবুও দেওয়া যাবে; যদি সে তওবা করে।

'মুনতাহাল ইরাদাত' গ্রন্থে (১/৪৫৭) বলেন: "(কিংবা) ঋণ নবি (নজিরে জন্য) কোন (বধি) কাজে (কিংবা) নজিরে জন্য ঋণ নবি (হারাম) কাজে; তবে সে এর থেকে (তাওবা) করেছে এমন ব্যক্তি যদি ঋণের কারণে (দেউলিয়া হয়ে যায়)। যহেতে আল্লাহ বলেন: ঋণগ্রস্ত, [সূরা তাওবা, আয়াত: ৬০][সমাপ্ত]

ফাতাওয়াল লাজনাদ দায়মি গ্রন্থে (৯/৪৪৫) এসছে: "যাকাতের কিছু অংশ চারটি সংস্থাগুলোকে দেওয়া কি জায়যে হবে? যমেন জামইয়াতুল বরির (কল্যাণ সংস্থা) ও ইতলাকু সারাহসি সুজানা ললি হাক্কলি খাস (প্রাইভেট রাইটসের কারণে আটক বন্দীমুক্তি সংস্থা)কে? জবাব: কল্যাণ ফান্ডের ব্যাপারে কথা হল যদি জানা যায় যে, এ প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্তগণ তাদের কাছে যে সম্পদ আসে সেগুলো শরিয়ত সমর্থিত যাকাতের খাতগুলোতে ব্যয় করেন কিংবা যাকাতের কিছু খাতে ব্যয় করেন; যমেন ফকীর ও মসকীনদের খাতে এবং আরও জানা যায় যে, তাদের আমানতদারতি, বিশ্বস্ততা, দ্বীনদারতি ও ভাল হওয়ার ব্যাপারে নশিচনিত হওয়া যায় এবং তাদের বণ্টনের ব্যাপারে আস্থা রাখা যায়— তাহলে তাদেরকে যাকাতের সম্পদ দিতে কোন অসুবিধা নাই। যাতে করে তারা তাদের জানামত শরিয়ত সমর্থিত খাতে সেগুলো বণ্টন করতে পারে।



আর প্রাইভেটে রাইটসেরে বন্দীদের ব্যাপারে কথা হল আল্লাহ্ তাআলা নজিহে যাকাত বণ্টনের খাতগুলো বর্ণনা করছেন তিনি বলেন: “যাকাত হল কেবল ফকরি, মসকীন, যাকাত আদায়কারী, যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তারা, দাস, ঋণগ্রস্ত, আল্লাহর পথে যারা আছে ও মুসাফরিদের জন্যে। এই হল আল্লাহর নরিধারতি বধিান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।”[সূরা তাওবা, আয়াত: ৬০]

তিনি যাকাত বণ্টনের খাতগুলোর মধ্যে ঋণগ্রস্তদেরকেও উল্লেখ করছেন। ঋণগ্রস্ত লোকেরা দুই শ্রণীর হতে পারে। প্রথম শ্রণী: যে ব্যক্তি পরস্পরে মাঝে সমঝোতা করতে গিয়ে ঋণগ্রস্ত হয়েছে। যে সমঝোতার মাধ্যমে একদল মানুষের মাঝে সংঘটিত ফতিনার আগুনকে নিভাতে পরেছে। এ সমঝোতা করতে গিয়ে তিনি কিছু আর্থিক দায়বদ্ধতায় পড়ে গেছেন। তিনি এই দায় এই ভাবে গ্রহণ করছেন যে, মুসলমানদের যাকাত থেকে সটো পরিশোধ করবেন। এ শ্রণীর ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গকে তিনি যা ঋণ করছেন সটো যাকাত থেকে দেওয়া যাবে; এমনকি তিনি যদি ধনী হন তবুও।

দ্বিতীয় শ্রণী: যে ব্যক্তি নিজেরে হালাল কাজেরে স্বার্থে ঋণগ্রস্ত হয়েছে। যমেন যে ব্যক্তি নিজেরে ভরণপোষণেরে খরচ ও অধীনস্থদের ভরণপোষণেরে খরচ চালানোর জন্য ঋণ করছেন কিংবা তার উপর কিছু আর্থিক দায় আবশ্যক হয়েছে; কোন জুলুম ও সীমালঙ্ঘন এ দায়বদ্ধতার কারণ নয়— তাহলে এমন ব্যক্তিকে তার ঋণ পরিশোধ করার জন্য যাকাতেরে মাল দেওয়া যাবে।

আল্লাহ্ তাওফিকদাতা। আমাদের নবী মুহাম্মদ, তাঁর পরিবার-পরিজন ও তাঁর সাহাবীবর্গেরে প্রতি আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষতি হোক।

আল-লাজনা দায়মি ললি বুলুহলি ইলময়িয়া ওয়াল ইফতা।

সদস্য: আব্দুল্লাহ্ বনি মানী'

সদস্য: আব্দুল্লাহ্ বনি গুদইয়ান

কমিটির সহ-সভাপতি: আব্দুর রাজ্জাক আফফি

সভাপতি: ইব্রাহিম বনি মুহাম্মদ আল শাইখ

আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।